দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা

আমাদের দেশের পলিটেকনিক, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানে চালুকৃত কোর্সের পাঠ্য তালিকায় শারীরিক শিক্ষা বিষয়টির অন্তর্ভুক্তির পেছনে কারণ রয়েছে বহুবিধ। এখানে যেহেতু শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষা অর্থাৎ হাতে-কলমে কাজ করার শিক্ষা দেওয়া হয় তাই এক্ষেত্রে সুস্থ সবল দেহ এবং সুন্দর মন অপরিহার্য বিধায় শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি এখানকার পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা কর্তৃপক্ষের নির্ভরযোগ্য কারণ বলে আমার মনে হয়। মূলতঃ সুস্থ সবল দেহ, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও কর্মশক্তি সঞ্চার করাই শারীরিক শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা এতদসংক্রান্ত জ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পুরোপুরি অর্জন করতে পারে কি-না সন্দেহ।

কেননা শারীরিক শিক্ষা দানে যে জিনিসগুলো দরকার যেমন— বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম, জিমনেশিয়াম মাঠ, উপযুক্ত প্রশিক্ষক ইত্যাদি। সেগুলোর পরিপূর্ণতা দেশের কোন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে। তার উপর আবার বিষয়টির প্রতি বিভিন্ন মহলের অবহেলা আর উদাসীনতা তো আছেই।

এক কথায় অত্যন্ত্খদায়সারাভাবে একজন শিক্ষক দিয়ে শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজ প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে, এই বিষয়টিকে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য আরোপিত কারিকুলামের ত্রুটিও উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য কম দায়ী নয়। মোট কথা নানা অব্যবস্থা ও অসচেতনার জন্য প্রচলিত শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের তৃপ্ত করতে পারছে না। তবে অনেকেই উপলব্ধি করেন যে, কারিগরি শিক্ষার সাথে সাথে শারীরিক শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কেননা, সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন ছাড়া সুন্দর কোন সৃষ্টিই সম্ভব নয়।

তাই কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে সাথে শারীরিক শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে নিঃসন্দেহে। শারীরিক শিক্ষার যথাযথ ফলপ্রসূতার জন্য যা প্রয়োজন তা হল— (ক) সাধারণ বিষয়ের মত এই বিষয়টি ক্লাস রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করা, (খ) বিষয়টি শিক্ষা দানের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামাদি সংরক্ষণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজস্ব মাঠ ও জিমনিশিয়াম তৈরী করা, (গ) শিক্ষার্থীদের শরীর গঠনে ও কর্মস্পৃহা লাভে সহায়ক পাঠ্যসূচী তৈরী করা, (ঘ) অন্যান্য বিষয়ের মত পরীক্ষায় পাসের জন্য এই বিষয়টিকেও অনুরূপ মূল্যায়ন করা, (ঙ) বিষয়টির পাঠ্যসূচীর প্রতিটি অধ্যায় শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থাপন করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা। এগুলো পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ এবং প্রকৃত শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে পারলেই শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি যথার্থ ও সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি।

—এ, কে, এম, মন্নান কবীর